ভোরের কাগজ

AUG 28 2002

# ভিসিকে সতর্ক করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

মোশাররফ বাবলু : প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, তার দপ্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে ডেকে গতকাল সতর্ক করে দিয়েছেন। শিক্ষাঙ্গনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও শিক্ষার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী অভিযুক্ত ভিসিকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এক সদস্য তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর দোষী সাব্যস্ত হলে ভিসি ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী অথবা প্রক্টর ড. নজরুল ইসলামকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। বর্তমানে সরকার একই সঙ্গে

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

# ভিসিকে সতর্ক করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

এদিকে গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি ও ভিসির অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য প্রধানমন্ত্রী তার দপ্তরে কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। মন্ত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে তারা বিচারপতির নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে তার রিপোর্ট পাওয়ার পরই যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। মন্ত্রীদের বৈঠকের পরই বিকাল ৫টার দিকে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে তার দপ্তরে ডেকে পাঠান। উপাচার্যের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন। আগামী ৭ দিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সকল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী উপাচার্যকে নির্দেশ দেন। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলে এবং তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে ভিসি কিংবা প্রক্টরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার উদ্বোধন করে আসার পরই তার দপ্তরে সিনিয়র কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, শিল্পমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, বস্ত্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকে ছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। ১৮ ছাত্রীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে রমনা থানায় নিয়ে যায়। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলের বহিরাগত ৫ জন ছাত্রদল ক্যাডার শামসুন্নাহার হলের ২৩৫ নং কক্ষে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করে আসছে। এই ৫ জন ছাত্রী সর্বত্র সাধারণ ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে। কিন্তু ভিসির কাছে বহুবার অভিযোগ করার পরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফিকে অপসারণের চেষ্টা করা হয়। ফলে সাধারণ ছাত্রীরা ৫ জন অছাত্রী ক্যাডারকে বহিষ্কার ও ড. সুলতানা শফির অপসারণের প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করতে গেলে ভিসির নির্দেশে পুলিশ গভীর রাতে হলে ঢুকে ছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়।

গভীর রাতে পুলিশের এই নগ্ন হামলায় দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে জোট সরকারের কতিপয় মন্ত্রী ও বিএনপির সিনিয়র কয়েকজন নেতার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরের দিন সারা দেশ থেকে পুলিশের নগ্ন হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবি ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিলে ফুঁসে ওঠে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ও ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রতিবাদ ও স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস। এই অবস্থায় পরের দিন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে এক সদস্যবিশিষ্ট একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলাম এ কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত কমিশনকে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে।

শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় গত বৃহস্পতিবারও প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়ে দুদফা সিনিয়র মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। মন্ত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ঐ বৈঠকে উপাচার্য ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় মিথ্যা আশ্রয় নেওয়ায় তার ওপর সকলেই ক্ষুব্ধ হন। ভিসি পড়ে যান তোপের মুখে।

গতকালও ক্যাম্পাসে ১২ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর মিছিল থেকে ভিসির পদত্যাগ দাবি করা হয়। পাশাপাশি এ ঘটনায় গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সংগঠন আগামী ৩০ জুলাই মঙ্গলবার দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যায় হরতালের ডাক দিয়েছে। ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ, ড. সুলতানা শফিকে প্রভোস্টে ফিরিয়ে নেওয়া ও গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রছাত্রীদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। সরকার এ অবস্থায় বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে।